জ্ঞান, সম্বন্ধ ও জগৎ : প্রসঙ্গ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

ইমদাদুল ইসলাম মোল্লা

জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় নানা উপায়ে। উপায় বলতে দার্শনিক পরিভাষায় জ্ঞান লাভের উপায় অর্থাৎ প্রমাণ। প্রমাণ নিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিরোধ থাকলেও কেবলমাত্র একটি প্রমাণ সম্পর্কে কেউ আপত্তি তোলেননি। আপত্তি ওঠেনি এই অর্থে যে প্রমাণটি স্বতন্ত্র এবং সর্বত্রগ্রাহ্য। এই সর্বত্রগ্রাহ্য প্রমাণটি হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে এমনকি একই সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্বরূপকে কেন্দ্র করে একাধিক মত লক্ষ করা যায়। আমার নিবন্ধে এই মতবিরোধ আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয়টি হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভূমিকা কেমন ছিল বা অবদান কেমন ছিল। এই বিষয়কে লক্ষ করেই আমি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অবদান নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন রচিত নব্যন্যায় ভাষাপ্রদীপের আলোকে আমার নিবন্ধ এগোবে।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নিবন্ধে নব্যন্যায় সম্প্রদায়ই মূল আলোচ্য। ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন-এর সঙ্গে প্রত্যেকের নিজস্ব বিষয়ে সন্নিকর্ষ হলে প্রথমে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান ভাষায় অপ্রকাশযোগ্য। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষের প্রথম পর্যায়ের জ্ঞান বলে। প্রথম পর্যায়ের ভাষায় অপ্রকাশযোগ্য এই জ্ঞানকে বিষয় করে পরবর্তী পর্যায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানটি ভাষায় প্রকাশযোগ্য।

কিন্তু নির্বিকল্পক জ্ঞান কেন ভাষায় অপ্রকাশযোগ্য? কারণটি 'নির্বিকল্পক' শব্দটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। 'নি' এবং 'বিকল্প' শব্দদ্বয়ের যোগে 'নির্বিকল্পক' শব্দটির উৎপত্তি। 'নি' শব্দের অর্থ অবর্তমান এবং 'বিকল্প' শব্দের অর্থ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব বা বিশেষ্য ও বিশেষণের পারস্পরিক সম্বন্ধ। সুতরাং ঐ বিশেষ্য-বিশেষণভাব বা বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধ থাকে না বলেই ঐ জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয় হয় না। চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের সাথে কোনো একটি বস্তু ঘটের সন্নিকর্ষ হলে কর্তার কিছু একটার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়েছে কিন্তু কর্তা বস্তুটি কী অর্থাৎ তার নাম কী বলতে পারে না। অর্থাৎ কর্তার কাছে বিশেষ্য এবং বিশেষণ বা প্রকার ভেসে ওঠে না। অথচ ঐ জ্ঞানকে বিষয় করে যখন 'এটা ঘট' এই আকারের জ্ঞান হয়, জ্ঞানটি ভাষায় প্রকাশযোগ্য। তাহলে সবিকল্পক জ্ঞানে কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা নির্বিকল্পক জ্ঞানে না থাকায় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না? উত্তরটি হল 'সম্বন্ধ'। 'এটা ঘট' এই আকারের সবিকল্পক জ্ঞানে, ঘট বিশেষ্য, ঘটত্ব প্রকার বা বিশেষণ

এবং সমবায় সংসর্গ বা সম্বন্ধ এই তিনটি বিষয় হয়েছে। ঘট (বিশেষ্য) এবং ঘটত্ব (বিশেষণ বা প্রকার)-এর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকায় জ্ঞানটি ভাষায় প্রকাশযোগ্য। কিন্তু নির্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ বা প্রকার থাকলেও তাদের মধ্যে সম্বন্ধ বা সংসর্গ না থাকায় বিষয় দুটি জ্ঞানে ভেসে উঠলেও ভাষায় প্রকাশযোগ্য হওয়ার জন্য জ্ঞানের নির্দিষ্ট আকারে আকৃত হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে জ্ঞানের বিষয় হওয়ার সামর্থ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জ্ঞানের বিষয় হতে পারবে না, যদি না ঐ নির্দিষ্ট বস্তুটি যে সম্বন্ধে জগতে আছে সেই সম্বন্ধ সম্পর্কে অবগত না হয়। ঐ সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবে বস্তুটি সম্পর্কে অনুভবটি কোনো আকারে ভাষায় প্রকাশিত হবে না। তাহলে আমরা যখনই জগতের কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে বলে দাবি করি, সেই দাবি তখনই যথাযথ হবে যদি সেটি ভাষায় প্রকাশ পায়। এমনটা নয় যে আমার জ্ঞান হয়েছে কিন্তু আমি প্রকাশ করতে পারছি না। জ্ঞানটি যেকোনো প্রমাণসিদ্ধ হোক না কোন তা অবশ্যই ভাষায় প্রকাশযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাষায় প্রকাশযোগ্য বলতে জ্ঞানটি লিখিত আকারে অথবা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে। সম্বন্ধ ঐ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

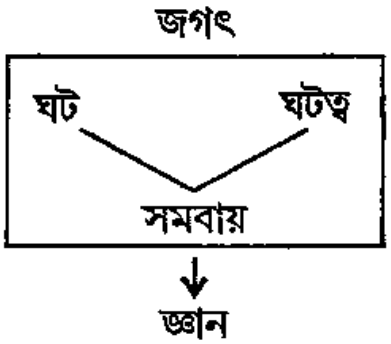

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন রচিত নব্যন্যায় ভাষাপ্রদীপ-এর আলোকে আমরা দেখবো যে সম্বন্ধ কীভাবে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন—সম্বন্ধ হয় যে দুটি সম্বন্ধীদ্বয়ের মধ্যে, সেই সম্বন্ধীদ্বয় দুটি কি কি? অর্থাৎ কাদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলা হচ্ছে? এই সম্বন্ধ বলতে ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলা হচ্ছে। যা কোথাও থাকে তাকেই ধর্ম বলে।[১] অর্থাৎ যা যে পদার্থে থাকে, তাই সেই পদার্থের ধর্ম। যেমন দ্রব্য পদার্থে জাতি, গুণ ও কর্ম থাকে বলে জাতি, গুণ ও কর্ম দ্রব্যের ধর্ম। এই ধর্ম যেখানে থাকে তাকে ধর্মী বলে। পাত্রে জল থাকে বলে জল পাত্রের ধর্ম এবং পাত্র জলের ধর্মী।

এই সম্বন্ধ একপ্রকার সন্নিকর্ষ, যা দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের সাধক। যেমন—'দন্ডী পুরুষ' এই স্থলে দন্ড ও পুরুষ এই বস্তু পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের প্রযোজক। অর্থাৎ দন্ড ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যবর্তী সংযোগ ব্যতিরেকে 'দন্ডী পুরুষ' এই আকারে বিশেষণ বিশেষ্যভাবের জ্ঞান হতে পারে না। সম্বন্ধ দুই প্রকার, যথা—সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধ। যে সম্বন্ধ সরাসরি অর্থাৎ অন্য কোনো সম্বন্ধের সাহায্য ব্যতিরেকে গঠিত হয় তাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলে[২]। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তিন প্রকার যথা—সমবায়, সংযোগ ও স্বরূপ।

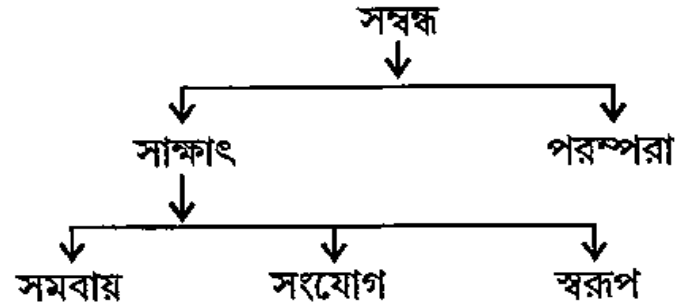

মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে সমবায় সম্বন্ধকে ষষ্ঠ পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন। এই সম্বন্ধে যে অধিকরণে কোনো বস্তু থাকে, সেই অধিকরণে যাবৎকাল স্থায়ী তাবৎকাল সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে ঐ সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। একই কারণে সমবায় সম্বন্ধকে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধও বলা হয়। যেমন—'রূপবান ব্রাহ্মনোহয়ং চলতি' এই স্থলে ব্রাহ্মনত্বরূপ জাতি, রূপ স্বরূপ গুণ এবং চলনরূপ ক্রিয়া ব্রাহ্মণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অথবা 'রূপবান পুরুষ' এই স্থলে রূপের সাথে পুরুষের সমবায় সম্বন্ধ বর্তমান। যেখানে পুরুষ বিশেষ্য, রূপত্ব বিশেষণ বা প্রকার এবং বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের প্রযোজক সমবায় সম্বন্ধ। উক্ত জ্ঞানের আকার হবে 'পুরুষ বিশেষ্যক, রূপত্ব প্রকারক সমবায় সংসর্গক জ্ঞান'।

সংযোগ সম্বন্ধ কিন্তু সমবায় সম্বন্ধের বিপরীত। অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে যে অধিকরণে কোনো বস্তু থাকে সেই অধিকরণ যাবৎকাল স্থায়ী তাবৎকাল ঐ বস্তুটি ঐ সম্বন্ধে ঐ অধিকরণে নাও থাকতে পারে। সংযোগ সম্বন্ধ নষ্ট হলে ঐ সম্বন্ধীদ্বয়ের অস্তিত্বের হানি ঘটে না। যেমন দন্ড ও পুরুষের জীবদ্দশায়ও তাদের মধ্যে সংযোগ নষ্ট হতে পারে। এই সংযোগ মহর্ষি কণাদ স্বীকৃত ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ। দুটি দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ হল সংযোগ সম্বন্ধ।

কিন্তু, অভাবাদির সম্বন্ধ স্বরূপ সম্বন্ধ। যথা—'ভূতলে পটো নাস্তি' এই স্থলে ভূতলে পটাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রতীয়মান হয়। এই সম্বন্ধ বিশেষণতা নামেও পরিচিত।

অন্যদিকে, যে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ যে সম্বন্ধ গঠনে অন্য সম্বন্ধের প্রয়োজন হয় তাকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলে।[৩] যেমন—স্বসমবায়ি সমবেতত্বরূপ সামানাধিকরণ্য নামক পরম্পরা সম্বন্ধে পটে তন্তুর রূপ থাকে। এই পরম্পরা সম্বন্ধটি সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা গঠিত। ঠিক একইভাবে সংযোগ সম্বন্ধ দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ : দন্ড-কমন্ডলুধারী পুরুষ গৃহে বর্তমান। এই ক্ষেত্রে—

দন্ড ও কমন্ডলু + পুরুষ = সংযোগ

পুরুষ + গৃহ = সংযোগ

দন্ড ও কমন্ডলুধারীপুরুষ + গৃহ = স্বসংযোগি-সংযোগিত্ব।

এখন দন্ড ও কমন্ডলু পুরুষে আশ্রয় করে থাকে, আবার ঐ পুরুষ গৃহে আশ্রয় করে থাকে। তাহলে পরোক্ষভাবে দণ্ড ও কমন্ডলু গৃহে আশ্রিত। এই জন্য এই সম্বন্ধকে স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব পরম্পরা সম্বন্ধ বলে।[৪] সমবায় প্রভৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিয়ত সংখ্যক। কিন্তু, পরম্পরা সম্বন্ধ নিয়ত সংখ্যক নয়, তা অসংখ্য। এই পরম্পরা সম্বন্ধ কিরকম আকারের ছোট/বড়, তার কোনো নিয়ম নেই। সম্বন্ধী ইচ্ছামতো বস্তুর সম্বন্ধাদি গ্রহণ করে তা দীর্ঘ, দীর্ঘতর ও দীর্ঘতম রূপ অসংখ্যভাবে কল্পনা করা যায়।

এমনকি দূরত্বাদিও পরম্পরা সম্বন্ধের কোনো বাধা জন্মায় না। যেমন—'স্বসম্রাটঅধিকৃতরূপ' পরম্পরা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে অবস্থিত সমস্ত আর্য ও অনার্যজাতীয় ব্যক্তিবর্গ ইংলণ্ডে বর্তমান (ইংরেজ শাসনকালে)। ঠিক একইভাবে ইংলন্ডে স্থিত ব্যক্তিবর্গ ইংলন্ড নগরে থাকলে স্বরাজ্যেশ্বরী সাম্রাজ্যরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে বর্তমান।[৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পরম্পরা সম্বন্ধ স্থলে 'স্ব' শব্দের দ্বারা যাকে উদ্দেশ্য করে পরম্পরা সম্বন্ধের আরম্ভ হয় এবং যাতে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি হয় : এই দুটিকে বোঝায়। অর্থাৎ স্বপদে অভিমত বস্তু, সেই বস্তুতে সেই পরম্পরা সম্বন্ধে থাকে। যেমন, পূর্বোক্ত উদাহরণ স্থলে 'স্ব' পদে ভারতবর্ষস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে স্বসম্রাট অধিকৃতরাজ্যস্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধের আরম্ভ এবং রাজ্যস্বরূপ সম্বন্ধ ইংলন্ড নগরে বর্তমান। সুতরাং ইংলন্ডে ঐ সম্বন্ধের পর্যবসান ঘটে।

অন্য প্রেক্ষিত থেকে সম্বন্ধ দুই প্রকার। যথা—বৃত্তি নিয়ামক এবং বৃত্তি অনিয়ামক। যে সম্বন্ধ সংসর্গরূপে ভাসমান হলে এক বস্তুতে অপর বস্তুর বর্তমানতা ঐ উভয়ের আধার আধেয় ভাব বা আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধকে বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ বলে।[৬] সমবায়, সংযোগ এবং স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধই বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ। কারণ সম্বন্ধ যখন ঐরূপে ভাসমান হয় তখন 'পৃথিব্যবং রূপম্', 'কুন্ডে বদরম্' এবং 'ভূতলে ঘটো নাস্তি' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ হয়ে থাকে।

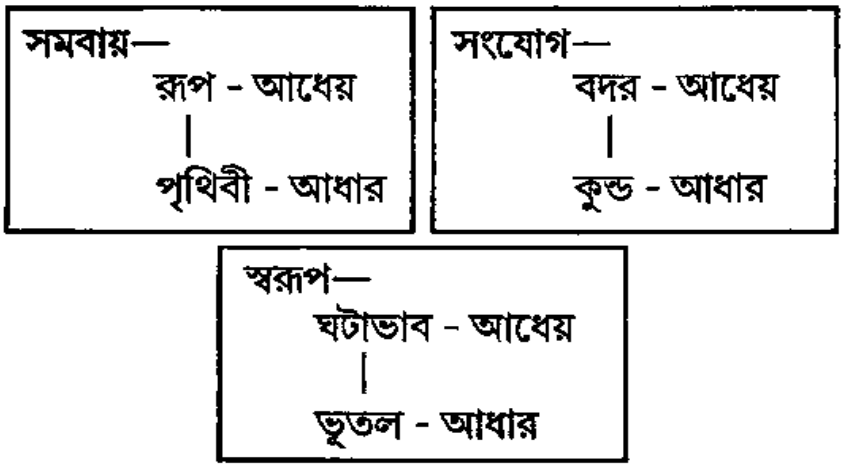

কিন্তু প্রশ্ন হয় সমবায় এবং স্বরূপ সম্বন্ধ বৃত্তি নিয়ামক অর্থাৎ আধার-আধেয় ভাবাপন্ন স্বীকার করতে আপত্তি নেই অথচ সংযোগ সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক—আধার-আধেয় ভাবাপন্ন হয় কীভাবে? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, দুটি হাত যখন সমসূত্রে অবস্থিত হয় তখন ঐ দুটি হস্তের সংযোগ আধার-আধেয় ভাবাপন্ন নয় অর্থাৎ বৃত্তি নিয়ামক নয়। অতএব অঞ্জলিরূপে সমসূত্রে অবস্থিত হস্তদ্বয়ের সংযোগ বৃত্তিনিয়ামক নয় বলে 'হস্তে হস্ত' এরূপ প্রয়োগ হয় না। কিন্তু যদি সেই হস্তদ্বয়ই যখন একটি উপরে অপরটি নিচে থাকে, তখন তাদের সংযোগ হল বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ। তখন 'হস্তে হস্ত' এরূপ প্রয়োগ হয়। কালিক সম্বন্ধও বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ।[৭]

যে সমস্ত সম্বন্ধ সংসর্গতা প্রাপ্ত হলেও পূর্বোক্ত রূপ বৃত্তিতা বা আধার-আধেয় ভাবে প্রতীত হয় না, কেবলমাত্র সম্বন্ধরূপে প্রতীত হয় তাকে বৃত্তি অনিয়ামক সম্বন্ধ বলে।[৮] যেমন স্বত্বরূপ সম্বন্ধ। এই রূপ সম্বন্ধ বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ নয়। এই জন্য মন্ত্রীতে রাজার স্বত্বরূপ সম্বন্ধ থাকলেও 'মন্ত্রী রাজবান' এমন প্রয়োগ হয় না। কিন্তু, 'রাজকীয় মন্ত্রী' এইরূপ প্রয়োগ হয়। সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধ প্রায় সবগুলিই বৃত্তি অনিয়ামক সম্বন্ধ।

ভাষাপ্রদীপকার মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংখ্যা নামক পদার্থ ব্যাখ্যা করার জন্য অপর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। সম্বন্ধটি হল 'পর্যাপ্তি সম্বন্ধ'।[৯] এই সম্বন্ধটি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—'অয়ং ন দ্বৌ কিন্তু দ্বিত্ববান' অর্থাৎ এই বস্তুটি দুই নয় কিন্তু দ্বিত্বের আশ্রয়। এই দুটি পদের অর্থভেদ ব্যাখ্যা করার জন্যই নব্যনৈয়ায়িক পর্যাপ্তি সম্বন্ধের উল্লেখ করেন। পর্যাপ্ত শব্দের অর্থ পর্যবসান বা সাকল্যে সম্বন্ধ। অর্থাৎ কোনো বিশেষ নামের বস্তু সংখ্যায় যতগুলি বর্তমান, মিলিত ততগুলি আশ্রয়ের সাথে তার সম্বন্ধ বর্তমান।[১০] এই ব্যাখ্যানুসারে দ্বিত্ব সংখ্যা পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দুইটি বস্তুতে থাকে, কেবল একটিতে না। ঠিক একইভাবে ত্রিত্ব সংখ্যা মিলিতভাবে তিনটি বস্তুতেই থাকে, সংখ্যাটি একটি বা দুইটি বস্তুতে থাকে না। এই 'দ্বিত্ব' প্রভৃতি সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি[১১] বলা হয়। 'ব্যাসজ্য' শব্দের অর্থ সমগ্র আশ্রয় অধিকার করে থাকে। অতএব 'দ্বি' শব্দ থেকে 'পর্যাপ্তি' সম্বন্ধে দ্বিত্বাধিকরণতার প্রতীতি হওয়ায় এবং একমাত্র ব্যক্তিতে 'পর্যাপ্তি' সম্বন্ধে দ্বিত্ব না থাকায় 'অয়ং ন দ্বৌ' এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে দ্বিত্বের আশ্রয় এই অর্থ বোঝাবার অভিপ্রায়ে 'দ্বিত্ববান' এই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণেই 'এই বস্তু দুই নয়, কিন্তু দ্বিত্ববান'—এই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্ববান নয় কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে দ্বিত্ববান।

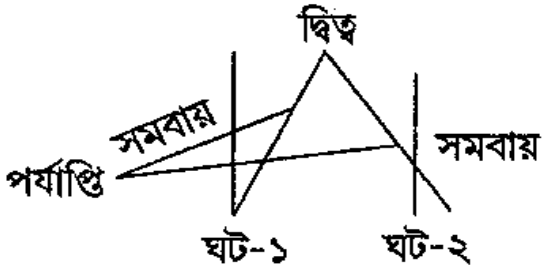

যে কোনো সম্বন্ধ দুইটি সম্বন্ধী বস্তুতেই থাকে। যথা—কুন্ড ও বদর এই দুই-এর মধ্যে সম্বন্ধ সংযোগ, কুন্ড ও বদর উভয়ই বর্তমান। তবুও কোনো একটি সম্বন্ধের বলে কোনো একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুতে থাকে।[১২] যেমন সংযোগরূপ সম্বন্ধের বলে কুন্ডরূপ (আধারকৃত) বস্তুতেই বদরফল থাকে। বদরে কুন্ডরূপ (আধারকৃত) বস্তু থাকে না। একইভাবে ভূতলে ঘট থাকে, ঘটে ভূতল থাকে না। কারণ হ'ল—সম্বন্ধের একটি প্রতিযোগী অপরটি অনুযোগী। যে বস্তু যে সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয়, সেই সম্বন্ধে সেই প্রতিযোগী বস্তুটিই থাকে। একইভাবে যা যে সম্বন্ধে অনুযোগী হয় সেই সম্বন্ধে ঐ অনুযোগীতে প্রতিযোগী বস্তুটি থাকে। যথা কুন্ড ও বদরের সংযোগস্থলে বদর প্রতিযোগী এবং কুন্ড অনুযোগী বলে কুন্ডে বদর থাকে। অর্থাৎ ধর্ম-ধর্মীর সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ধর্ম প্রতিযোগী এবং ধর্মী অনুযোগী। এই ধর্ম ধর্মীতে থাকে, ধর্মী ধর্মে থাকে না।[১৩]

যে ধর্ম যেখানে থাকে, সেই ধর্ম সেই অধিকরণের 'আধেয়', 'আশ্রিত' বা 'তদ্‌বৃত্তি নামে' অভিহিত। সেই ধর্ম যাতে থাকে সেই বস্তু, সেই ধর্মের অধিকরণ, আধার বা আশ্রয় নামে কথিত। যেমন—'কুন্ডে বদর আছে', 'গৃহে পট আছে' এই স্থলে বদর ও পট যথাক্রমে কুন্ড ও গৃহের আধেয় এবং কুন্ড ও গৃহ যথাক্রমে বদর ও পটের আধার। যে ধর্ম যার আধেয় সেই ধর্মে তদ্‌নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে।[১৪] যে বস্তু যে ধর্মের অধিকরণ সেই বস্তুতে সেই আধেয় ধর্ম নিরূপিত অধিকরণতা থাকে।[১৫] যথা—পূর্বোক্ত দুটি উদাহরণে যথাক্রমে বদরে কুন্ডনিরূপিত বৃত্তিতা ও পটে গৃহ নিরূপিত বৃত্তিতা বর্তমান। আবার কুন্ডে বদর নিরূপিত অধিকরণতা ও গৃহে

পটনিরূপিত অধিকরণতা বর্তমান। এক পদার্থে বৃত্তিতা থাকলে অপর পদার্থে অধিকরণতা অবশ্যম্ভাবী। একইভাবে কোনো একটি বস্তু অধিকরণ হলে অপর একটি বস্তুতে তার আধেয়তা বা বৃত্তিতা নিয়তভাবে থাকবেই। বৃত্তিতা ও অধিকরণতা এই দুটি ধর্মের নিয়তই পরস্পর সাপেক্ষতা রয়েছে বলে বৃত্তিতা ও অধিকরণতা এই দুইটি ধর্মের পরস্পর নিরূপ্য নিরূপকভাব আছে। তাই অধিকরণতানিরূপিত বৃত্তিতা এবং বৃত্তিতানিরূপিত অধিকরণতা ব্যবহার হয়। সুতরাং 'কুম্ভে বদরম্' এই বাক্যের অর্থ হয় কুম্ভ নিরূপিত বৃত্তিতাবিশিষ্ট বদর অথবা কুম্ভনিষ্ঠ অধিকরণতা নিরূপিত বৃত্তিতাবিশিষ্ট বদর।

সম্বন্ধে যেমন একটি প্রতিযোগী ও একটি অনুযোগী থাকে সেইরূপ অভাবেরও একটি প্রতিযোগী ও একটি অনুযোগী আছে। যে অভাব যার বিরোধী প্রতিপক্ষ সেই বিরোধী প্রতিপক্ষটি সেই অভাবের প্রতিযোগী। যেমন— যেখানে ঘটভাব থাকে সেখানে ঘট থাকে না, তাই ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী। অভাব যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণটি অভাবের অনুযোগী। উক্ত উদাহরণে ভূতল ঘটাভাবের অনুযোগী। বায়ুতে রূপভাব স্থলে রূপ প্রতিযোগী এবং বায়ু অনুযোগী।

কোনো একটি বস্তুতে একটি সম্বন্ধে কোনো বস্তু থাকলেও ঐ অধিকরণে ঐ বর্তমান বস্তুর অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব থাকে।[১৬] যেমন—সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলরূপ অধিকরণে ঘট বর্তমান থাকলেও ঐ ঘটের সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব ঐ অধিকরণে বর্তমান। এইরূপ কোনো ধর্মবিশিষ্টরূপে কোনো অধিকরণে বস্তু বর্তমান হলেও ঐ অধিকরণে ধর্মান্তরাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব থাকে। যেমন যে গৃহে শুক্লবর্ণ পট বর্তমান, সেই গৃহে পটত্বরূপ সামান্যধর্মরূপে অর্থাৎ পটত্ববিশিষ্টরূপে পট বর্তমান হলেও নীল পটত্বরূপ বিশেষ ধর্মের আকারে ঐ পটের অভাব আছে।

অভাবের প্রতিযোগিতা কোনো সম্বন্ধ এবং কোনো ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। তাই অভাব যে সম্বন্ধ এবং যে ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, সেই সম্বন্ধ ও সেই ধর্ম ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়ে থাকে। যেমন ভূতলে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নেই এই রূপ স্থলে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধ ও ঘটত্ব ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন। অতএব সমবায়রূপ সম্বন্ধ ও ঘটত্বরূপ ধর্ম সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। এই জন্য 'সমবায়েন ঘটো নাস্তি' এই বাক্যের অর্থ হবে 'সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাব আছে'।

সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক রূপে স্বীকার করা হয়, কারণ, সামান্যভাবে প্রায় কোথাও কোনো বস্তুর অভাব থাকে না। কারণ, অন্তত পক্ষে কালিক সম্বন্ধে সকল বস্তুই সকল পদার্থে থাকে। অতএব অভাবের মধ্যবর্তী কোনো একটি সম্বন্ধ আছে, তা অবশ্য স্বীকার্য। অভাবের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করেই সম্ভবপর হয়। যে সম্বন্ধে যেখানে যে বস্তু, থাকে না, সেই সম্বন্ধই সেই অভাবের প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করে। সেই সম্বন্ধই সেই সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। এবং ঐ প্রতিযোগিতা সেই সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। যেমন—ভূতলে সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অভাব এই স্থলে সমবায়রূপ সম্বন্ধ ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করে। অতএব, ঐ ঘটাভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ, সমবায় সম্বন্ধ ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক।

আমাদের জানা ভাষায় যখন বক্তা কিছু বলেন বা লেখক কিছু লেখেন তখন সেই বক্তা বা লেখকের বক্তব্য বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কারণ ভাষাটা যদি জানাই থাকে তাহলে বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থও জানা থাকবে এবং বাক্য যেহেতু এই পদগুলি দিয়েই গঠিত সেহেতু পদের অর্থ জানা থাকলে বাক্যের অর্থও তো বুঝতে পারা স্বাভাবিক। কিন্তু একটু লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে বাক্য শুনে বাক্যার্থ বুঝতে পারার ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। কারণ প্রতিটি বাক্য এক একটি জাগতিক বস্তুস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে। বাক্যের দ্বারা অভিহিত বস্তুস্থিতিই হল ঐ বাক্যের অর্থ। বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে বাক্য দ্বারা অভিহিত বস্তুস্থিতি জানা প্রয়োজন। বস্তুস্থিতি জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হল 'সম্বন্ধ' জ্ঞান। অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি বস্তু, অন্য বস্তুর সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধে অবস্থিত। এই সম্বন্ধ বিন্যাসের আকারটি উদাহরণস্বরূপ হল aRb অর্থাৎ a-নামক বস্তুটি R-সম্বন্ধ দ্বারা b-নামক বস্তুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এই সম্বন্ধ সাক্ষাৎ হতে পারে আবার পরম্পরাও হতে পারে।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের রচনাসমূহ ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

১. নব্যন্যায় ভাষাপ্রদীপ, কালিপদ তর্কাচার্য (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), কলকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ নং LXXIX, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৩।

২. মৃচ্ছকটীকা।

৩. লুপ্ত সমবতসার।

৪. দয়ানন্দ স্বরস্বতীর বেদভাষ্য ও তুলসীধারণ মীমাংসার উপরে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৫. মীমাংসা দর্শন ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ সম্পাদনা করেছেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

৬. কাব্য-প্রকাশ ব্যাখ্যা সহ সম্পাদনা করেছেন।

সূত্রপঞ্জি

১. 'ধ্রিয়তে তিষ্ঠতি বতর্তে যঃ, স ধর্মঃ'

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নব্যন্যায় ভাষাপ্রদীপ, কালিপদ তর্কাচার্য (বাংলা অনুবাদ), কলকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ নং LXXIX, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ১।

২. 'সম্বন্ধান্তরাঘটিতঃ সম্বন্ধঃ সাক্ষাত সম্বন্ধঃ', পৃ. ১০-১১।

৩. 'সম্বন্ধান্তরঘটিতঃ (যস্য সম্বন্ধস্য নির্মাণে সম্বন্ধান্তরাপেক্ষা বিদ্যতে তাদৃশঃ) সম্বন্ধঃ পরম্পরা সম্বন্ধঃ', পৃ. ১৩।

৪. পৃ. ১৪।

৫. পৃ. ১৫-১৬।

৬. 'যস্মিশ্চ সম্বন্ধে সতি একস্মিত অপরস্য বৃত্তিতা, আধারাধেয়ভাবঃ, আশ্রয়াশ্রয়িভাবী বা প্রতিয়তে স সম্বন্ধে বৃত্তি নিয়ামকঃ', পৃ. ১৬।

৭. পৃ. ১৭।

৮. 'যস্মিঞ্চ সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপা বৃত্তিতা আধারাধেয়ভাবঞ্চ ন প্রতিয়তে, কেবলম্ সম্বন্ধিতামাত্রম্, স বৃত্ত্যিনিয়ামকঃ সম্বন্ধঃ', পৃ. ১৭।

৯. পৃ. ১৯-২০।

১০. পর্যাপ্তিঃ পর্যবসানম্ সাকল্যেন সম্বন্ধঃ, অর্থাৎ যস্য যাবন্ত আশ্রয়াঃ সন্তি, তাবত্স্বেকাশ্রয়েষু মিলিতেষ্বেব সম্বন্ধঃ, পৃ. ২০।

১১. পৃ. ২১।

১২. পৃ. ২৩।

১৩. পৃ. ২৪।

১৪. পৃ. ২৫।

১৫. পৃ. ২৫।

১৬. পৃ. ২৯।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ন্যায়রত্ন মহেশচন্দ্র, নব্যন্যায় ভাষাপ্রদীপ, কালিপদ তর্কাচার্য (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), কলকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ নং LXXIX, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৩।

২. Nyāyaratna, Mahesa Chandra, Navya-Nyāya Bhāṣāpardīpa, trans in English as 'A primer of Navya-Nyaya Language and Methodology' by Ujjwala Jha, The Asiatic Society, Kolkata, 2004.